প্রথম আলো

তারিখ 14 AUG 2018
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

এ ভূখণ্ডের ইতিহাস নিয়ে লেখা বইগুলো অসম্পূর্ণ : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে লেখা বইগুলো অসম্পূর্ণ। এ বইগুলো পড়ে পুরো চিত্র পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, ইতিহাসের বইগুলোতে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস নিয়ে লেখা হয়। বিষয়টা এমন, যেন এর আগে এখানে কোনো ভূখণ্ড ছিল না। এ কারণে বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে বই লেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ তৈরি হয়।

গতকাল শনিবার বিকেলে নিজের লেখা *হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ : আ সাব কন্টিনেন্টাল সিভিলাইজেশন* শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী।

অর্থমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে বাংলাদেশ অংশের মানুষের ভূমিকা ছিল বেশি। কিন্তু দেখা গেল পাকিস্তানের রাজধানী হলো করাচি। ভাষা হলো উর্দু। নেতাও সেখানকার। ওই সময় এই বাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানিদের বেশি ছাড় দিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের এই উৎসর্গের পরও পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানিদের সঙ্গে ঐক্য তৈরি করতে পারেনি, বরং বৈষম্য তৈরি করেছে। এর ফলেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম।

বইটিতে ১৯৭৫ সালের পরের কথা নেই, এ বিষয়ে আলোচকদের বক্তব্যের জবাবে আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, এই সময়ের ইতিহাস নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, তাঁর এ বইয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। এগুলো পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, লেখক বইয়ে কাল বিভাজন করেছেন। কিন্তু এই বিভাজনের ব্যাখ্যা দেননি। বইয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের গৌরবময় যুগ ও আধুনিক যুগ সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু এটা কেন গৌরবময় ও কেন আধুনিক তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এসব ব্যাখ্যা থাকলে বইটি আরও সমৃদ্ধ হতো।

প্রধান আলোচক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী বইয়ে উল্লেখিত বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস অংশের কিছু ভুল-ত্রুটি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে যাঁরা ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবেন, তাঁদের কাজে সহায়ক হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক অধ্যাপক সোনিয়া নিশাত আমীন বলেন, বইটিতে রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি ও সমাজনীতি বেশ ভালোভাবে এসেছে। লেখকের অভিজ্ঞতা এটাকে সমৃদ্ধ করেছে। বাকশাল নিয়ে লেখা অংশে লেখক তাঁর নিরপেক্ষতা রাখতে পেরেছেন। তিনি বলেন, তবে এটি ঠিক যে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা থাকলে ভালো হতো।

আবুল মাল আবদুল মুহিতের লেখা বইয়ে পাঁচটি অংশ আছে। প্রথম অংশে ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকে মুঘল আমল, এরপর দ্বিতীয় অংশে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের শেষ সময়, তৃতীয় অংশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সময় পর্যন্ত, চতুর্থ অংশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়ের ইতিহাস এবং পঞ্চম অংশে স্বাধীনতার পরের কয়েক বছরের ইতিহাস তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে বইয়ের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের (ইউপিএল) পরিচালক মারুফ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। ৪৮০ পৃষ্ঠার এই বইটির দাম ৮০০ টাকা। এটি ইউপিএলের বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও প্রথমা প্রকাশন, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থার বইয়ের দোকানে পাওয়া যাবে।